...নিক ইত্তেফা...

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

NOV. 23 2002

ঢাঃ বিঃর সাবেক ভিসি ও ট্রেজারারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলার প্রস্তুতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী ও সাবেক ট্রেজারার প্রফেসর শামসুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এই মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়ার পরই মামলা দায়ের করা হবে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যাংক থেকে তিন কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় দেড় লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অভিযোগে দুর্নীতি দমন ব্যুরো সাবেক ভিসি ও ট্রেজারারের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে ঠিকাদারদের পাওনা ছিল তিন কোটি টাকারও বেশী। ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে ঈদের ছুটি থাকায় ছুটির পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ১৯৯৮-৯৯ সেশনের তৃতীয় কিস্তির উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের টাকা আসতে বিলম্ব হতে পারে, এ আশংকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ট্রেজারার প্রফেসর শামসুল হক ব্যাংক থেকে তিন কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ঠিকাদারদের টাকা পরিশোধের উদ্যোগ নেন। সে মোতাবেক ২৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখাকে চিঠি দিয়ে ঋণের জন্য আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে জনতা ৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাবির সাবেক ভিসি ও ট্রেজারারের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

ব্যাংক ৩ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে ঐ একই ব্যাংকে রক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন হিসাব নং-০১১৮৩৩০০০২১৪-তে জমা দেয়। ট্রেজারার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সম্মতি নিয়ে জনতা ব্যাংক টিএসসি শাখা থেকে ৩ কোটি টাকা ঋণ নেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঋণ নিয়েছিল ১২ দিনের জন্য।

সূত্র জানায়, ঋণ নেয়ার পরের দিনই মঞ্জুরি কমিশন থেকে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ৩য় কিস্তির মোট ৫ কোটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছে এবং ঐদিনই ঋণের টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ১২ দিনের জন্য নেয়া এই ঋণের টাকা পরের দিন পরিশোধ করা সত্ত্বেও ঋণের শর্তানুযায়ী ১২ দিনের সুদই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাংকে পরিশোধ করতে হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এতে ব্যাংকে সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৩২ হাজার ৬২০ টাকা। এদিকে ঋণ গ্রহণের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার জানিয়েছিলেন যে, এ ঋণ নিয়ে যেসব ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ করা হবে, তারাই ঋণের সুদ পরিশোধ করবেন। সে অনুযায়ী দিনপ্রতি ঠিকাদাররা ১০ হাজার টাকার সুদ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। সাবেক ভিসির কাছে ট্রেজারারের এ সংক্রান্ত প্রেরিত এক চিঠিতে এ কথাটির উল্লেখ রয়েছে। এজন্য পরে এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রদত্ত মোট সুদ থেকে ব্যাংকে গচ্ছিত এফডিআর থেকে প্রাপ্ত সুদ বাদ দিয়ে যা থাকে সে বাবদ ৫৭ হাজার ৩০৮ টাকা আদায় করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাকি টাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুর্নীতি দমন ব্যুরো তদন্ত করে জেনেছে যে, ঠিকাদারদের কাছে সুদের টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে আদায়ের কথা উল্লেখ থাকলেও তা আদায় করা হয়নি। অর্থাৎ সুদের পুরো টাকাই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিশোধ করতে হয়েছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি। ব্যাংক থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ গ্রহণের এই ঘটনাকে গত ২০০০ সালের ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় 'বড় ধরনের দুর্নীতি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ঘটনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার এক কর্মকর্তা জানান, 'একজনের নামে ঋণ নিয়ে তার সুদ অন্য জনের পরিশোধের যে কথা এসেছে, তাই বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম। এছাড়া ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরের দিনই মঞ্জুরি কমিশন থেকে টাকা চলে আসায় প্রমাণ হয় যে, সাবেক ট্রেজারার এ বিষয়ে কোন ধরনের খোঁজ-খবর না নিয়েই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। এখানে আর্থিক লেনদেনের বিষয় থাকতে পারে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এ বিষয়গুলোই তদন্ত করছে। সাবেক ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী কয়েক দফা দুর্নীতি দমন ব্যুরো কার্যালয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে তার বক্তব্য প্রদান করেছেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, দুর্নীতি দমন ব্যুরো এসব বিষয়ে তদন্ত ও মামলা দায়েরের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুমোদনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছে। গত ২৯ মে তদন্তকারী কর্মকর্তা এ সকল কাগজপত্র চূড়ান্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়ার পরই সাবেক ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী এবং সাবেক ট্রেজারার প্রফেসর আবুল হাসেমের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়ের করা হবে।

সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী এ ব্যাপারে বলেন, ঐ সময়ে ঈদের আগে ঠিকাদারদের যে ৩ কোটি টাকা বকেয়া বিল এসেছিল, ঈদের সময়ে মানবিক দিক বিবেচনা করে সেটি পরিশোধ করার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রেজারার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন ট্রেজারার। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এতে যে ১০ হাজার টাকা সুদ আসবে তা ঠিকাদাররা দিতে সম্মত হয়েছেন। এ কথা শুনে আমি ঋণ নিতে রাজি হয়েছি। প্রফেসর আজাদ চৌধুরী বলেন, তাই এ ব্যাপারে যা হয়েছে তাতে আমার হাত নেই। আমি প্রতিহিংসার শিকার। তিনি বলেন, সরকার বদল হলে যা হয় তাই হচ্ছে। আমাকে খোঁচাখুঁচি করা হচ্ছে। আমি অপরাজনীতির শিকার হচ্ছি।